R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No.—WB/MSD—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউদিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

গৃহ-সজ্জার পসরা নিয়ে
গোপালনগরের খড়খড়ি ব্রীজের পাশে।
চৌধুরী ফার্ণিচার
★ সোফাসেট, আলমারী, 'কারলন' গদি, ষ্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের নানা ডিজাইনের ফার্ণিচার ★

৮০শ বর্ষ ১ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০০ সাল ১৯শে মে ১৯৯৩ সাল। | নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫ টাকা

পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে প্রচার শুরু হয়েছে পুরোদমে

বিশেষ প্রতিবেদক : তিন স্তরের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সরকারী প্রয়োজনীয় কাজ প্রায় শেষ। ভোট সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত কর্মীদের ট্রেনিংও শেষ পর্যায়ে। ব্যালট-পেপার ছাপার কাজ শেষ হয়েছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে চলেছে রাজনৈতিক দল-গুলির প্রচার মহকুমার দিকে দিকে। ফঃ ব্লকের জেলা নেত্রী ছায়া ঘোষ সাগরদীঘিতে এক কর্মীসভা করেন। তিনি বলেন—যেখানেই তাঁর দলের প্রার্থী আছেন সেখানেই তিনি যাবেন দলের প্রচারে। মনিগ্রামের ইদগাহার মোড়ে ফঃ ব্লকের এক সভা হয়। কংগ্রেস, সি পি এম, আর এস পি সব দল দেওয়াল লিখন করে চলেছেন। মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের বেশ কিছু শিক্ষক নির্বাচনের কাজে যাতে যেতে না হয় তার জন্য নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছেন। একমাত্র তারাই প্রচারে নামেননি। বি জে পির দেওয়াল লিখনও সাগরদীঘির কিছু গ্রাম অঞ্চলে চোখে পড়ছে। সি পি এম সামসেরগঞ্জ ব্লকের সর্বত্র প্রবল প্রতাপে প্রচার চালাচ্ছে। গত ৭ মে ধুলিয়ানের রতনপুর, কাঞ্চনতলা ও সুলিতলায় তিনটি কর্মীসভা করে সি পি আই এমের জেলা কমিটির সদস্য স্থানীয় নেতা চিত্ত সরকার তাঁর ভাষণে কংগ্রেস ও বি জে পিকে পরাস্ত করার ডাক দেন। তিনি বলেন বামফ্রন্টের ঐক্য বজায় রাখতে হবে এবং (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বেশ কিছুদিন ধরে সারা জেলায় বিদ্যুতের লো-ভোল্টেজ খেলা চলছে

বিশেষ প্রতিবেদক : গোকর্ণের টর্ণেডোর পরও এই অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ভালই ছিল। কিন্তু বর্তমানে বেশ কয়েক দিন থেকে সারাদিন দফায় দফায় সরবরাহ বন্ধ হচ্ছে এবং বিকেল ৪টার পর থেকে প্রায় রাত্রি ১০টা পর্যন্ত চলছে লো-ভোল্টেজের খেলা। একশো পাওয়ারের বাতি জ্বলছে মোমবাতির মত। টিউব লাইট জ্বলছেই না। জনজীবনে ব্যাপক বিপর্যয়। এ ব্যাপারে উমরপুরের অপারেশন এণ্ড মেণ্টেন্যান্স বিভাগে খোঁজ নিলে তাঁরা জানান বিদ্যুৎ লাইন মেরামত হচ্ছে এবং সাঁইথিয়া ও দুর্গাপুরকে এখান থেকে ৫/৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিতে হচ্ছে। ফলে এই জেলায় চলছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট। রঘুনাথগঞ্জ শহরে বিদ্যুৎ আসছে কালিয়াচক থেকে। লোড টেকিং ক্যাপাসিটির দুর্বলতার জন্য মাঝে মাঝে সরবরাহ ব্যাহত ও লো ভোল্টেজ হচ্ছে। এ অবস্থা আরোও কয়েকদিন চলতে পারে। মোট কথা গোকর্ণ থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ না আসা পর্যন্ত এই অবস্থা চলবে। ঐ লাইন মেরামতের কাজ পুরোদমে চলছে।

এ পি পির অসাধুতার প্রতিবাদে কোর্ট বয়কট আন্দোলন চলছে

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর এস ডি জে এম কোর্টের এ পি পি প্রিয়নাথ রায়ের বিরুদ্ধে অসাধুতাসহ বিভিন্ন অভিযোগ এনে জঙ্গিপুর ল' ইয়ারস্ বার এসোসিয়েশনের এ্যাডভোকেটেরা গত ১৩ থেকে ১৮ মে এস ডি জে এম কোর্ট বয়কট করেন। বার এসোসিয়েশন প্রিয়নাথ রায়কে অন্যত্র বদলীর দাবী জানান। কিন্তু এ পি পিকে বদলীর ব্যবস্থা না করায় এ্যাডভোকেটেরা ১৯ মে থেকে সিভিল-ক্রিমিন্যাল অর্থাৎ সমস্ত কোর্ট বয়কটের আন্দোলনে নেমেছেন।

মেলায় গয়না ছিনতাই একজন মহিলাসহ তিনজন গ্রেপ্তার

মির্জাপুর : স্থানীয় বাছুরাইল গ্রামের শীতলা-তলায় সারা বৈশাখ মাসে উৎসবের শেষ তিন-দিনে জমজমাট মেলা বসে। মেলায় জন সমাগম হয় প্রচুর। জানা যায় সেই ভীড়ের মধ্যে ছিনতাই হলে লোকজনের চেষ্টায় চারজন ধরা পড়ে। এদের মধ্যে একজন উড়িষ্যাবাসী মহিলা বলে খবর। বাকী তিনজন পুরুষ লালগোলার অধীন ভবানীপুর গ্রামের। মেলা কমিটির সদস্যরা ৪ জনকেই পুলিশের হাতে তুলে দেন। ছিনতাইকারীদের কাছ থেকে ১টি সোনার চেন উদ্ধার করা হয়। বাকী গয়নার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

কোকেন ভর্তি নল আটক ডাক্তারসহ দু'জন গ্রেপ্তার

ধুলিয়ান : সম্প্রতি সমসেরগঞ্জ পুলিশ ঐ থানার শেরপুরের আকবর আলীকে ৯০০ গ্রাম কোকেন ভর্তি একটি নলসহ আটক করে। ঘটনাস্থলেই সুতী থানার ডিহিগ্রামের জনৈক ডাক্তার অচিন্ত্যকুমার সিকদারও গ্রেপ্তার হন। অভিযোগ ডাক্তার সিকদারের ওষুধের দোকান থেকেই নিষিদ্ধ ড্রাগস্ বিক্রী করা হতো। পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও একজনকে খুঁজছে। সমর সিংহ নামে ঐ ব্যক্তির বাড়ী মানিকপুরে বলে খবর।

জলবিদ্যুতের প্রাথমিক পর্যায়ের সার্ভে জুলাই নাগাদ শেষ হবে

ফরাক্কা : ব্যারেজের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার মডেল ষ্টাডির কাজ শুরু হয়েছে বলে জানা যায়। এই ষ্টাডির ভার দেওয়া হয়েছে পুনের সেন্ট্রাল ওয়াটার পাওয়ার রিসার্চ ষ্টেশনকে। এছাড়াও ব্যারেজের নিজস্ব সার্ভে ডিভিসনকে দিয়ে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০০ সাল।

জঙ্গিপুর সংবাদের আশী বর্ষে প্রবেশ

আমাদের ক্ষুদ্র সংবাদপত্র আজ ঊনআশী বর্ষ পরিপূর্ণ করিয়া আশীতে প্রবেশ করিল। দীর্ঘ পদচারণায় তাহার পদযুগল কণ্টকাঘাতে জীর্ণ হইলেও গতি স্তব্ধ হয় নাই। বরং দাদাঠাকুরের অতীতের সেই প্রেস মেসিন পদচালিত অবস্থা হইতে বিদ্যুতায়িত হইয়াছে। পাঠক সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলেবরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। তবু প্রাচীনত্বের খোলস ত্যাগ করিয়া নবীন হইতে পারিয়াছে বলিয়া গর্ব করা চলে না। বিজ্ঞাপনদাতা, গ্রাহক ও পাঠকদের অনুগ্রহে আশীবর্ষের প্রাচীন এই সংবাদ-পত্র তাহার মৃত্যুরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই নববর্ষের প্রবেশে গ্রাহক, পাঠক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা সকলকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। একটি সংবাদ-পত্র পরিচালনা যে কত বিড়ম্বনা তাহা প্রতিষ্ঠাতা দাদাঠাকুর স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া ষোড়শবর্ষ প্রবেশের ক্ষণে ১৩৩৬ সনে যে নিবন্ধটি লিখিয়াছিলেন তাহা আবার প্রকাশ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। দাদাঠাকুর লিখিয়াছেন—আজকাল সংবাদপত্র প্রকাশ যে কিরূপ বিড়ম্বনাদায়ক তাহা ভুক্ত-ভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। সাধারণেরও ইহা উপলব্ধি করা খুব কঠিন নয়। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলায় প্রতি বৎসর কত নূতন নূতন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠ্‌ছে, আর অল্পদিন পরেই শুকিয়ে যাচ্ছে। কাগজের দোকানদার বা ছাপাখানার অক্ষর বা কালী বিক্রেতারা তাদের ফার্মের সামনে দিয়ে ছাতা আড়াল দিয়ে লোক যেতে দেখ্‌লেই মনে করেন নিশ্চয়ই এ লোকটা কোন দেউলিয়া সংবাদপত্র পরিচালক। অমনি তার পিছনে চাকর লেলিয়ে দিয়ে বলেন—দেখতো অমুক কাগজের অমুক কিনা? ইহাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে এই সংবাদপত্রের ব্যবসাটি কেমন লাভজনক। কাগজ বাহির করবার পূর্বেই কাগজের প্রধান রসদ-জোগানদার বিজ্ঞাপন-দাতাদের করুণা ভিক্ষা করতে হয়। বিজ্ঞাপন-দাতাদের মধ্যেও আবার তিন শ্রেণীর লোক দেখা যায়। যাঁহারা ১ম শ্রেণীর তাঁহারা বিলটি পৌছিবামাত্র পাওনা টাকা পরিশোধ করিয়া দেন। ইহাদের সংখ্যা খুব কম। যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর তাঁহারা পাওনা টাকার জন্যে কিছুদিন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রাপ্য টাকার আংশিক পরিশোধ করেন আর বলেন যদি খুব তাগাদা করেন তা'হলে আগামী মাস হ'তে আর বিজ্ঞাপন ছাপাবেন না। এঁরা কাগজ-ওয়ালাদের ধাত বোঝেন ঠিক। জানেন যে তাঁদের চেয়ে কাগজওয়ালাদের গরজ বেশী। ৩য় শ্রেণীর যাঁহারা, তাঁহারা কিছুদিন বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে নিয়ে ওয়াদার পর ওয়াদা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একেবারে গা ঢাকা দেন। অবশ্য মফঃস্বলের কাগজের খরচটা টায়ে টায়ে চলে যায় সরকারী বিজ্ঞাপনের আয় থেকে। জঙ্গিপুর সংবাদ এই সব শ্রেণীর বিজ্ঞাপনদাতার অনুগ্রহ পেয়েছিল। সম্প্রতি শেষোক্ত বিজ্ঞাপনে বঞ্চিত হয়েছে। কেহ কেহ বলেন এতদিনের কাগজ যেমন করেই হোক চলবে। আবার কেহ কেহ বলেন—"হাড়িকে কুবুদ্ধি লাগে শূয়রকে মারে ঝাঁটা।" পায়ে লক্ষ্মী ঠেললে কে কি করবে? অত বাড় ভাল নয়। ঠিক হয়েছে, ভাত খাবে একজনের গীত গাবে আর একজনের—একি সয়!.....সত্যি কথা বলতে গেলে এই পনের বৎসর কাগজের ব্যবসা করে হিসেব খতিয়ে দেখেছি—"আমরা যে পান্নালাল, সেই পান্নালাল।" যদি বলেন—তবে একাজ করা কেন? এ কাজটা পেশা হিসাবে কিছু না হলেও নেশা হিসাবে মন্দ নয়। নেশা ধরে গেলে ছাড়া কঠিন। অন্য লোকে যাই ভাবুন না নিজেকে গুণী লোক বলে যে ভাবে সে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তা' লাভই হোক আর লোকসানই হোক। আমাদেরও তাই। যেমন করে হোক কাগজ চালাতেই হবে। যখন ভবিষ্যৎ ভেবে মাথা গরম হয়ে উঠে তখন 'জবাকুসুম' 'কেশরঞ্জন' 'রেডক্রস' এর ভরসায় সেটা ঠাণ্ডা করি—'সুরবল্লী' দিয়ে তাগদ আনি। বিধি বাম হয়েছে বলে 'হিলিং বাম' 'ইলেকট্রিক সলিউসন' 'আতঙ্ক নিগ্রহের' ভরসায় আতঙ্ক দূর করি। চোখে যখন সর্ষপ পুষ্প দেখি তখন 'পদ্ম মধু'র দিকে চাই। তারপর 'বণ্ড' তো আছেই। চরমে ডুসেন কোম্পানীর বিনাসার দিকে চাইতেও ভুল করি না। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে'। এ কামনা আমরাও করি। তাই বলে আমাদের যথেচ্ছাচারীর হুমকীতে ভীত হয়ে, 'আমার মাথা থেঁতো করে দাও হে তোমার সবুট পায়ের তলে' বলে নত হওয়া নীতি অবলম্বন যেন না করতে হয়। আমরাও দাদাঠাকুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কাগজ চালাইয়া যাইতেছি। আমাদের অসংখ্য পাঠক, গুণগ্রাহীদের আশীর্ব্বাদ চাহিতে আমাদের কোন কার্পণ্য নাই, কিন্তু কাহারও চোখ রাঙানীতে ভীত হইয়া তাহার পদলেহন করা আমাদেরও স্বভাব বিরুদ্ধ। আমাদের চলার পথ ঋজু, অথচ মসৃণ নহে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা আমরাও যেন দাদাঠাকুরের নির্দেশিত পথেই চলিতে পারি

বিশ শতকের বিশ কথা

আবদুর রাকিব

১৯৩০ এর আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে ও পরে বিলেতে অনুষ্ঠিত হয়েছে পর পর তিনটি গোলটেবিল বৈঠক। প্রথমটির শুরু ১৯৩০-এর নভেম্বরে, শেষ ১৯৩১-এর জানুয়ারীতে। বৈঠকে সংগ্রামশীল কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি আমন্ত্রিত হননি। আমন্ত্রণ পান বড়লাটের মনোনীত ৫৮ জন প্রতিনিধি—জমিদার, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সপ্রু, জয়াকর, শ্রীনিবাস, আগা খাঁ, স্যার কাফী, আলী ভ্রাতৃদ্বয় ডঃ আম্বেদকর, ডাঃ মুঞ্জে প্রমুখেরা। আলোচনা ব্যর্থ। কোন সিদ্ধান্ত হল না।

বড়লাট তখন ১৯৩১-এর ২৫ জানুয়ারী আইন অমান্য আন্দোলনে ধৃত গান্ধীজীসহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তি দিলেন। কংগ্রেসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেওয়া হল। সম্পাদিত হল গান্ধী-আরউইন চুক্তি।

এবার দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক। কংগ্রেসের একক প্রতিনিধি হিসেবে গান্ধীজী বৈঠকে যোগ দিলেন (১৯৩১-এর সেপ্টেম্বরে)। সবার দৃষ্টি তখন সেদিকে। কিন্তু, প্রথমটির মত, এটিও প্রতিনিধিদের পরস্পর বিরোধী ভূমিকা ও দাবির জন্য সর্ববাদী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যর্থ হল। আর এ ব্যর্থতার বীজ নিহিত ছিল প্রতিনিধি মনোনয়নের মধ্যেই। যেমন, এতে জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না। অথচ, তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে ডঃ আম্বেদকর ছিলেন।

ব্যর্থ বৈঠক সেরে দেশে ফেরা মাত্র গান্ধীজী বুঝে গেলেন, সরকারী নীতির পরিবর্তন ঘটেছে। জওহরলাল, সীমান্ত গান্ধী প্রমুখ নেতাদের আবার বন্দী করা হয়েছে। শেষে তিনিও বন্দী হলেন।

এই দুঃসময়ে, যে সব ভারতীয় নেতারা জেলের বাইরে ছিলেন, তাঁরা দ্বিতীয় বৈঠক ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের সূত্র খুঁজে বার করার জন্য ১৯৩২-এর আগষ্টে, এলাহাবাদে এক ঐক্য সম্মেলনে মিলিত হলেন। সভাপতি—মদনমোহন মালব্য। ঠিক হল কেন্দ্রীয় সরকারে মুসলিম প্রতিনিধি থাকবেন শতকরা ৩২ জন। কিন্তু এ শুভ প্রয়াসকে নস্যাৎ করে দিয়ে, পরদিন ইংরেজ-সরকার ঘোষণা করলেন, মুসলিমদের শতকরা ৩৩ আসন দেওয়া হয়েছে। আর বোম্বাই থেকে সিন্ধুকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আলাদা একটি প্রদেশ গঠনেরও (৩য় পৃঃ দ্রঃ)

যুবকের লাশ উদ্ধার সন্দেহ খুন

আহিরণ : গত ৫ মে সুতী থানার গোঠা গ্রামে এক কাঁঠাল বাগানে ঐ গ্রামেরই ইমরাফুল সেখ (১৫) নামে জনৈক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। সন্দেহ দলের লোকদের সঙ্গে পয়সা কড়ি নিয়ে গোলমালের সময়ে তাকে খুন করা হয়েছে। হত্যাকারীরা বাংলা-দেশে পালিয়েছে বলে পুলিশের সন্দেহ। কেউ ধরা পড়েনি। আর এক খবরে প্রকাশ ধুলিয়ান কলাবাগানে কয়েকজন সমাজবিরোধীর বোমার আঘাতে নওসাদ (২৬) মারা যায়। কেউ এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়নি।

বিশ শতকের বিশ কথা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। একেই বলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। এ বাঁটোয়ারা হয় প্রাদেশিক বিধানসভাতেও। খুবই কূট-কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল বাঁটোয়ারা পদ্ধতিতে। আর তার ফলে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য চিরতরে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

এ সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে (১৯৩২-এর আগষ্ট মাসে)। বলা বাহুল্য এ বৈঠকেও কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি ছিল না। কংগ্রেস তখন সরকারের সঙ্গে লড়ছে। গান্ধী, নেহেরু আযাদ প্রমুখ নেতারা রয়েছেন কারান্তরালে। এমন কি জিন্নাহও এ বৈঠকের জন্য মনোনীত হননি। বৈঠক শেষ হয় ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৩২। আরও আড়াই বছর পর ১৯৩৫-এর জুন মাসে বিধিবদ্ধ হল নতুন ভারত শাসন আইন।

হাসপাতালের অব্যবস্থা নিয়ে ডেপুটেশন

ফরাক্কা : গত ১১ মে স্থানীয় ব্যাবেজের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি একযোগে ব্যারেজ হাসপাতালের অব্যবস্থা নিয়ে জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেন। তাঁরা অভিযোগ করেন হাসপাতালে ডাক্তারের অভাব ছাড়াও জীবনদায়ী ওষুধপত্র একবারেই পাওয়া যায় না। তাছাড়া রোগী আনা-নেওয়ার অ্যাম্বুলেন্স সবকটিই অচল। ফলে মালদহ বা অন্যত্র প্রয়োজনে রোগী স্থানান্তরের প্রচণ্ড অসুবিধা দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি জানা গেছে স্থানীয় কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল ষ্টোর থেকে মানের তুলনায় অস্বাভাবিক বেশী দামে লক্ষ লক্ষ টাকার কাফ সিরাফ ক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। সে ঘটনায় ট্রেড ইউনিয়নগুলিসহ অন্যান্যরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা ২৪ ঘণ্টা হাসপাতালে ডাক্তারের উপস্থিতি দাবী করেন এবং নার্সিং হোমগুলিতে হাসপাতালের ডাক্তারদের উপস্থিতি বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে দাবী জানান।

বিদ্যুৎ থেকেও নেই

ধুলিয়ান : গত ১৫ মে ধুলিয়ান, রতনপুর ও ডাক বাংলা এলাকাগুলোতে প্রায়ই বেলা ৫টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মিটমিটে ভোল্টেজ থাকে যা' না থাকারই সামিল। এত কম ভোল্টেজে বাড়ীর কাজকর্ম তো দূরের কথা ছাত্র ছাত্রীদের পুস্তকের মুদ্রিত অক্ষরগুলোও অস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে বিভাগীয় উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা মোড়ের সন্নিকটে মুসলিম মহল্লায় বাসোপযোগী ৯½ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। খরিদেচ্ছু ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন।

মোস্তাকিম সেখ
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (টিভির দোকান)
ফোন নং—১৫৭

শহরে জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরে জল ট্যাঙ্কির নিকট (হাসপাতাল মোড়) আনুমানিক ৭ (সাত) কাঠা বসতবাড়ীর উপযোগী জায়গা বিক্রয় আছে। যোগাযোগ—

গৌতম রুদ্র (কমিশনার)
রঘুনাথগঞ্জ (থানাপাড়া) মুর্শিদাবাদ

L. I. C. of India

Notice of Loss of Policy

Place—Raghunathganj Dt. 13.5.93
Re. Policy No. 5945062

Notice having been given of the loss of policy numbered 5945062 on the life of Kunal De Sarkar issued by L. I. C. I. Raghunathganj Branch on 30. 7. 1985. Duplicate Policy will be issued unless objection is lodged with within one Month from the date of issue of notice.

Sd/- Divisional Manager
C. S. D. O.

রবীন্দ্র স্মরণ ও শতাব্দী বরণ উৎসব

গত ২৫ ও ২৬ বৈশাখ দু' দিন মিঠিপুর সাংস্কৃতিক মঞ্চ কবিগুরুর জন্ম-জয়ন্তী পালন করেন। ২৫ বৈশাখ কবির প্রতিকৃতিতে মাল্য-দান করে ১৩২টি প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁকে স্মরণ করা হয়। উৎসবে প্রবীর চক্রবর্তীর আবৃত্তি, 'মুক্তক' এর গীতি আলেখ্য ১৪০০ সাল বরণ, পাপ্পু দাসের রবীন্দ্র সংগীত, সুপর্ণা সিংহ রায়ের (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

"যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মে দিবস

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার
প্রতিষ্ঠার পবিত্র দিবস।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মাঠে মহিলার গলা কাটা মৃতদেহ

সাগরদীঘি : গত ১৭ মে রাতে এই থানার যুগড় গ্রামের এক মাঠে কণিকা দাস নামে (৩২) এক বিবাহিতা মহিলার গলা কাটা মৃতদেহ গ্রামের মানুষ উদ্ধার করে পুলিশকে খবর দেন। জানা যায় এই থানার ভূমিহর গ্রামে কয়েক বছর আগে কিংকর মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু তিনি শ্বশুর বাড়ীতে না থেকে সাগরদীঘির পোপাড়া গ্রামে বাস করতেন। হাটে আলু বিক্রী করে, লোকের বাড়ীতে কাজ করে জীবনধারণ করতেন। তাঁর এই হত্যার কারণ এখনও রহস্যপূর্ণ।

জলবিদ্যুতের সার্ভে (১ম পৃষ্ঠার পর)

সার্ভের কাজ শুরু করানো হয়েছে। এই কাজ শেষ হবে আগামী জুলাই মাসের শেষ নাগাদ। সমস্ত কিছু হয়ে গেলে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হবে। জানা যায় প্রকল্পটির নির্মাণ কাজে খরচ পড়বে প্রায় ৭৫ কোটি টাকা এবং টারবাইন ইত্যাদি স্থাপনের আনুষঙ্গিক ব্যয় ভার হবে ৫৫০ কোটি টাকা। এরই মধ্যে ব্যারেজ অথরিটি প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ৬০ হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছেন বলে খবর।

রবীন্দ্র স্মরণ উৎসব (৩য় পৃষ্ঠার পর)

উদ্বোধনী সঙ্গীত অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। ২৬ বৈশাখ 'বেকার' নাটক অভিনয় করেন সাংস্কৃতিক মঞ্চের সভ্যবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শান্তনু সিংহ রায়।

গত ২৯ বৈশাখ রঘুনাথগঞ্জ রামমোহন পল্লীর ক্লাব প্রাঙ্গণে জাগরণী সংঘ ও পাঠাগার রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী ও শতাব্দী বরণ সন্ধ্যার আয়োজন করেন। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর রুহীদাস হালদারের হেমন্তের অনুকরণে "গানের শেষে ঘুমের দেশে" অনুষ্ঠানটি মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও বিশেষ শিল্পী দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহশিল্পীদের কণ্ঠ সঙ্গীত সকলকে আনন্দ দেয়। সঙ্গীত ছাড়াও শিশুশিল্পী দ্বৈপায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থসারথী চন্দ্রের আবৃত্তিপাঠ, বহিরাগত দুই শিল্পী সুজাতা পাল ও মিঠু পাল "সেদিন দু'জনে দুলেছিনু বনে" সঙ্গীতের নৃত্যরূপ পরিবেশন ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। ক্লাব সম্পাদক গৌতম মুখার্জী সোস্যাল ফাংশান পরিচালনার অসুবিধা বিবৃত করে দর্শকমণ্ডলীকে অভিনন্দন জানান।

"ব্যাঙ্কিং বা নন-ব্যাঙ্কিং কোনটাই নয়"
★ ভাবছেন কি? টি ভি, ভিসিপি খারাপ?
কন্‌ট্রাক্ট করুন।
★ টাকার দরকার? ★ সোনার গহনা
★ আসবাবপত্র
★ যাতায়াতের সুবিধার্থে
সাইকেল / মোটর সাইকেল
★ টি ভি—ভি, সি, পি,
নাকি
ঠাণ্ডার জন্য ফ্রিজ
★ সব সমস্যার সমাধানে ★
কপোতাক্ষ ফাইন্যান্স
গভঃ রেজিঃ নং ২১-৫৬০৮৩
ঃ হেড অফিস ঃ
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নির্বাচন প্রচার শুরু হয়েছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

যৌথভাবে কংগ্রেস ও বি জে পিকে রুখতে হবে। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের ভুল নীতির ফলে দেশ আজ বিপন্ন। শর্তাধীন ঋণ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার দেশকে অপরের হাতে বিকিয়ে দিতে চলেছে। বি জে পি দেশে সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল সৃষ্টি করছে। তাই এই দুই শক্তিকেই পরাজিত করে বামফ্রন্টের শক্তি বাড়াতে চিত্ত সরকার ডাক দেন। অপর-দিকে বি জে পি তাঁদের প্রচারে বলেন সি পি এম সন্ত্রাস ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে ও জোর জবরদস্তি শাসন ক্ষমতার অপব্যবহার করে পঞ্চায়েতে জয়ী হতে চাইছে। তাদের সন্ত্রাসের ফলে ফরাক্কা গ্রাম পঞ্চায়েতের বি জে পি কর্মীরা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। তবু এরই মধ্যে ফরাক্কা গ্রাম পঞ্চায়েতে ৯২ জন, পঞ্চায়েত সমিতিতে ১৭ এবং জেলা পরিষদে ২ জন প্রার্থী দিয়েছে। বি জে পির সামসেরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬১ জন, পঞ্চায়েত সমিতিতে ১০ এবং জেলা পরিষদে ২ জন প্রার্থী সি পি এমের বিরুদ্ধে লড়ছে। বলে সি পি এমের লেঠেল বাহিনী চাঁচণ্ড, বোগদাদনগর, প্রতাপগঞ্জ, অর্জ্জুনপুর, ঘোড়াইপাড়া, নিশিন্দ্রা প্রভৃতি অঞ্চলে বি জে পি কর্মীদের ভয় দেখানো, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে বি জে পি নেতা বরেন্দ্রনাথ সিংহ জানান। সামসের-গঞ্জ ব্লকের ৯টি অঞ্চল নিয়ে গঠিত পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে বর্তমানে ৮টি সি পি এমের ও ১টি মাত্র কংগ্রেসের দখলে। এবারের নির্বাচনে সি পি এম ১৯৩, কংগ্রেস ১৪৭, বি জে পি ৫৩, ফঃ ব্লক, আর এস পি, মুসলীম লীগ ও নির্দল সর্বমোট ১৩৭ জন প্রার্থী লড়াই-এ নেমেছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদে আসন সমঝোতা হয়নি। যে যেখানে যেমন পারছেন হাত মিলিয়েছেন বলে খবর। বোগদাদ-নগর, তিনপাকুড়িয়া অঞ্চলে বেশ কিছু পুরোনো কংগ্রেস কর্মী ফঃ ব্লকের প্রতীক নিয়ে এবার লড়ছেন। কাঞ্চনতলা অঞ্চল ১৯৬২ থেকে কংগ্রেসের দখলে। কংগ্রেসের ডাঃ রাইসুদ্দিন বরাবর প্রধান হয়ে আসছেন। কিন্তু এবার তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কিছু কংগ্রেস প্রার্থী লড়াই-এ নেমেছেন সি পি এমের প্রতীক নিয়ে। তাঁদের দাবী এবার কাঞ্চনতলা তাঁরা ছিনিয়ে নেবেনই সি পি এমের হয়ে লড়াই করে। অপর দিকে ফঃ ব্লক দাবী করছেন তাঁরা এবার কাঞ্চনতলা এবং চাঁচণ্ড অঞ্চল দখলের পর প্রধান নির্বাচন করবেন। তাঁদের আরোও দাবী বাকী ৭টা অঞ্চলের উপ-প্রধানের পদও ফঃ ব্লকের দখলে আসবে। এদিকে কংগ্রেসের দাবী তাঁরা নিমতিতা, চাঁচণ্ড, কাঞ্চনতলা তাঁদের থাকবে। আর এস পির কেউ কেউ সি পি এমের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ এনেছেন। আর এস পির প্রার্থী নাজমা খাতুন ৮৫নং আসনে সি পি এমের সঙ্গে তীব্র লড়াই করছেন বলে দাবী করেন। তিনি সামসেরগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করেন সি পি এম সন্ত্রাস চালাচ্ছে এমন কি তাঁর বাড়ীর সামনে সমাজবিরোধীদের দাঁড় করিয়ে রেখে যাতে তিনি প্রচারে না নামতে পারেন সেই রকম ভীতিজনক অবস্থার সৃষ্টি করছেন। সামসেরগঞ্জ ব্লকের বেশ কয়েকটি এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে ওখান-কার মানুষ পুলিশ ক্যাম্পের দাবী জানিয়েছেন। এদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ট্রেনিং এর দাপটে ব্যাঙ্ক, ডাকঘর ও অন্যান্য সরকারী অফিসে কর্মী না থাকায় ওগুলি দিনের পর দিন অচল হয়ে থাকছে। ব্যাঙ্ক ও ডাকঘরের মত জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে আগে এমন ব্যাপক হারে কর্মী নির্ব্বাচনের কাজে নেওয়া হয়নি বলে প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকর্তারা অভিযোগ তোলেন।

নতুন ডিজাইনের কার্ডের জন্য
একমাত্র কার্ডের দোকান
কার্ডস্ কেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ